আমরা ধ্বংস হয়ে যাব, যদি রাসূল ﷺ এর সম্মান রক্ষা না করি!

শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ

আমরা ধ্বংস হয়ে যাব, যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মান রক্ষা না করি!

শাইখ উসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদের প্রাসঙ্গিকতা

চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রান্সের ‘Charlie Hebdo’ পত্রিকা আবারও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বেয়াদবিমূলক কার্টুন প্রকাশ করেছে। এটা চলমান ক্রুসেডের একটি অংশ।

সাম্প্রতিককালে ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সর্বপ্রথম ডেনমার্কের 'Daily Jyllands-Posten' পত্রিকাতে রাসুলুল্লাহর শানে বেয়াদবিমূলক কার্টুন প্রকাশ করে। সে সময় মুসলিম বিশ্ব তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এরপর আবার ২০০৬ সালে ডেনমার্কের আরও কিছু পত্রিকাতে একযোগে কার্টুন প্রকাশ করা হয়। এবার মুসলিম বিশ্ব আবার জেগে উঠে। সারা পৃথিবীতে এর প্রতিবাদ জানাতে যেয়ে কুফফারদের মিডিয়ার তথ্য অনুসারেই ৫০ এর অধিক মুসলিম শাহাদাত বরণ করেন।

পরবর্তীতে ১৯ সে মার্চ, ২০০৮ সালে আল-কায়দার অফিসিয়াল মিডিয়া 'আস-সাহাব' থেকে শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ একটি বার্তা প্রকাশিত হয়। বার্তাটির শিরোনাম ছিল - আমরা ধ্বংস হয়ে যাব, যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মান রক্ষা না করি! এই বার্তাতে শাইখ ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাসিন্দাদের উদ্দেশে কার্টুন প্রকাশ বন্ধ করার সুযোগ থাকার পরও, বন্ধ না করার কারণে তিরস্কার করেন। সাম্প্রতিক সময়ে এই বার্তাটি আবারও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠায় আমরা বাংলাভাষী ভাইবোনদের জন্য লেখাটি অনুবাদ করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সকলকে বার্তার অন্তর্নিহিত বক্তব্য বুঝে আমল করার তাওফিক দান করুন, আমীন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সচেতনদের প্রতি বার্তা

সরল পথের অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

অতঃপর...

তোমাদের প্রতি আমার এই বার্তা - আক্রমণাত্মক কার্টুনের পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তোমাদের নিষ্ক্রিয়তা প্রসঙ্গে।

আমার কথা হল - মানুষের পারস্পরিক শত্রুতা অনেক পুরনো। তবে সকল যুগের জ্ঞানী মানুষেরা সংঘাতের শিষ্টাচার এবং লড়াইয়ের নীতি অনুসরণ করতে আগ্রহী ছিলেন। এটিই তাদের জন্যে কল্যাণকর, কেননা সার্বিক পরিস্থিতি সবসময় এক রকম থাকে না এবং যুদ্ধে ক্রমাগত জয়-পরাজয় থাকে।

লড়াইয়ের ময়দানে আমাদের সাথে তোমরা লড়াইয়ের অনেক নৈতিকতা ত্যাগ করেছ। যদিও তোমরা কাগজে-কলমে নৈতিকতার অনুসরণের স্লোগান তুলেছিলে, তবে তা বাস্তবায়ন হয়নি। আমাদের গ্রামগুলির উপর তোমাদের বোমা হামলা আমাদের কতটা কষ্ট দিয়েছে তা তোমরা চিন্তাও করতে পারবে না। সেই বোমা বর্ষণে নরম মাটির তৈরি ঘরগুলো আমাদের নিরপরাধ মহিলা ও শিশুদের উপর ভেঙে পড়েছিল। আর তোমরা এটি ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছিলে, আমি তোমাদের এ সকল অন্যায়ের প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের একজন। এগুলো তোমরা অন্যায়ভাবে এবং তোমাদের অত্যাচারী মিত্রের অনুসরণে করেছিলে যারা নিজেদের আক্রমণাত্মক নীতির কারণে আজ হোয়াইট হাউস ছাড়তে চলেছে।

তোমাদের কাছে এখন এটা আর গোপন নেই যে, এই ধরণের নৃশংস আচরণ যুদ্ধকে থামাতে পারে নি; বরং আমাদের অধিকার আদায়, আমাদের জনগণের উপর চালানো অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়া এবং আমাদের দেশ থেকে আক্রমণকারীদের বহিষ্কার করার সংকল্পকে আরও দৃঢ় করেছে। এই ধরনের গণহত্যা মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে ফেলা যায়না এবং এর প্রতিক্রিয়া বা প্রভাবগুলিও গোপন করা যায় না।

যদিও আমাদের মহিলা ও শিশুদের হত্যা হয়ে যাওয়া আমাদের জন্য অনেক বড় বিপর্যয়, তবে এটাও হাল্কা হয়ে গেছে যখন তোমাদের অবিশ্বাস (কুফর) মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। তোমরা সম্প্রতি মতবিরোধ ও লড়াইয়ের শিষ্টাচার অতিক্রম করে এই অপমানজনক কার্টুনগুলো প্রকাশ করেছ। এটি আমাদের জন্য আরও বড় ও মারাত্মক বিপর্যয় এবং এর জন্য তোমাদেরকে চড়া মূল্য দিতে হবে।

এখানে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আর সেটি হল- তোমাদের আক্রমণাত্মক কার্টুনগুলি প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তোমরা দেড় বিলিয়নেরও বেশি মুসলমান থেকে এমন কোনও প্রতিক্রিয়া পাওনি যা আল্লাহর নবী মরিয়মের পুত্র ঈসা আলাইহিস সালামের এর জন্য আপত্তিজনক বলে মনে হয়। আমরা সকল নবীকে বিশ্বাস করি, তাদের সকলের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণের দোয়া করি। আমরা বিশ্বাস করি, কেউ যদি আল্লাহর নবী ও রাসূলদের মধ্য থেকে কোন একজনের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে বা অস্বীকার করে - তাহলে সে কাফের এবং মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করে রাখছি যে, এই নিন্দনীয় কাজের পক্ষে বাক স্বাধীনতা ও আইনের পবিত্রতার অজুহাত পেশ করার কোনো দরকার নেই। তোমাদের আইন যদি এতটাই অলঙ্ঘনীয় হয় তবে তোমাদের ভূমিতে আমেরিকান সৈন্যদের তোমাদের আইন মেনে না চলার বৈধতা কীভাবে দেওয়া হয়েছে? অন্যদিকে ঐতিহাসিক ঘটনার পরিসংখ্যান নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের বাক-স্বাধীনতাকে কোন আইনের দোহায় দিয়ে তোমরা দমন করেছ[১]?

তোমরা জান যে, একজন ব্যক্তি আছেন যিনি চাইলে এই কার্টুন আঁকা ও প্রকাশ করা বন্ধ হতে পারে, যদি তার নিকট ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। তিনি হচ্ছেন রিয়াদের মুকুটহীন বাদশাহ (শাহ আব্দুল্লাহ), তিনি তোমাদের আইনি সংস্থাগুলিকে ‘আল-ইয়ামামাহ[২]’ চুক্তি থেকে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের তদন্ত

[১] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপ জুড়ে ইহুদীদের হত্যা করা হয়েছিল। এটাকে ‘Holocast’ বলে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১৬ টি দেশ ও ইসরাইলে এই Holocast কে অস্বীকার করলে আইন করে শাস্তির ব্যবস্থা রাখা আছে। এক্ষেত্রে তারা বাক স্বাধীনতার কথা ভুলে যায়।

[২] আল ইয়ামামাহ যুক্তরাজ্য-সৌদি আরবের মধ্যকার অস্ত্র চুক্তির নাম। এই চুক্তির অধীনে সৌদি আরব ব্রিটেন থেকে ৪৩ বিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড মূল্যের যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করে। এসকল যুদ্ধাস্তের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে তেলের বিনিময়ে। সৌদি প্রতিদিন ৬,০০,০০০ (ছয় লক্ষ) ব্যারেল

বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল এবং ব্লেয়ার তা বাস্তবায়ন করেছিল। সেই ব্যক্তি আজ ‘কোয়ার্টার অন ডা মিডল ইষ্ট(Quarter on the Middle East)’ সংস্থাতে তোমাদের প্রতিনিধি[৩]।

মোটকথা, সর্বশক্তিমান আল্লাহর আইনগুলির সাথে সাংঘর্ষিক সকল মানব রচিত আইন অবৈধ। আমাদের কাছে এই মানব রচিত আইনের কোন পবিত্রতা নেই। আল-ইয়ামামাহ চুক্তিতে তোমাদের অবস্থানের জন্য তোমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, তোমাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো এই তথাকথিত পবিত্র(!) আইনেরও ঊর্ধ্বে।

উপসংহারে, যদি তোমাদের বাক-স্বাধীনতা অনিয়ন্ত্রিত হয়, তবে এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যা করবো সেটাও উদার চিত্তে গ্রহণ করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নাও। এটা খুবই আশ্চর্যজনক ও সকলের কাছে তুলে ধরার মত একটা বিষয় যে, তোমরা এমন সময়ে সহনশীলতা এবং শান্তির বিষয়ে কথা বলছ যখন তোমাদের সৈন্যরা আমাদের দেশের সবচেয়ে দুর্বলদের হত্যা করে যাচ্ছে।

এরপর তোমরা নতুন যুগের ক্রুসেডের অংশ হিসেবে কার্টুনগুলি প্রকাশ করলে। এটি ভ্যাটিকানের পোপের[৪] দীর্ঘ পরিকল্পনার ফলাফল ছিল। এগুলি একদিকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের ধারাবাহিকতার বহিঃপ্রকাশ, অন্যদিকে মুসলমানদের জন্য একটি বড় ধর্মীয় পরীক্ষা। পরীক্ষাটি হল – মুসলিমদের কাছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ জীবন ও সম্পদ থেকে বেশি প্রিয় কিনা

তোমরা যেটা শুনছো সেটা নয়, বরং যা দেখতে পাচ্ছ সেটাই উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর।

অপরিশোধিত তেল ব্রিটেনকে অস্ত্রের দাম স্বরূপ সরবরাহ করে। আল-ইয়ামামাহ – ১ নামক চুক্তি হয়েছিল ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বরে। ১৯৯৩ সালে আল-ইয়ামামাহ – ২ এবং সর্বশেষ ২০০৭ সালে আল-সালাম নামক চুক্তি সম্পাদিত হয়।

[৩] এই সংস্থাটি ইসরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি প্রক্রিয়া দ্রুত করার জন্য কুফফারদের একটি সংস্থা। ২০০৭ এর ২৭সে জুন ব্লেয়ার ব্রিটেনের ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি নেয়ার পর, একইদিনে এই সংস্থাতে যোগদান করে।

[৪] পোপ বেনেডিক্ট XVI

আমরা ধ্বংস হয়ে যাব, যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মান রক্ষা না করি!

পরিশেষে, সরল পথের অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

****